Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 53 - 62
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মাইকেল মধুসূদন দত্তের রাধা ভাবনা : প্রসঙ্গ ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’

ড. আজাজুল আলি খান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল
Email ID : ajajulaliajajul91@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Michael Madhusudan Dutta, Radha, Krishna, Brajangana Kavya, Modernity, Secular, Humanity, Lover-Goddess, Mother-Goddess, Biraha, Parakiya.

Abstract
Among Madhusudan's poetic works 'Brajangana' is exceptional in terms of subject and style. Madhusudan chose the subjects of his other three epics, from the Ramayana, Mahabharata and Puranas. Compared to that, the main character of 'Brajangana Kavya' is Radha, who is originated from folk culture. On the other hand, the lyricism which Madhusudan considered as a weakness of Bengali poetry, in this poem he has chosen the style of lyricism. What is the reason for this? In Madhusudan's conception of Radha we see the expression of his novelty. Referring to Radha in a letter to his friend Gourdas Basak, Madhusudan said, to read poetry free from religious influence, Radha is not an 'evil' character. He also said, 'The absurd group of poets has composed poetry based on the story of the legend; Their wicked, uncultured, tasteless imaginations are responsible for Radha's present plight'. In the socio-economic context of the 19th century, Madhusudan's view on Radha was revolutionary and an under-discussed aspect of modernity are evaluated in this article. Radha is quite distinct from the Matriarchal Goddess images like Uma or Kali. Radha is a Lover-Goddess like the Greek mythological Venus - which distinguishes Radha from Mother-Goddess like Uma, Parvati or Kali. Radha is not given much status in Puranas or scriptures. Later, while Radha was given a place in mainstream scriptures or literature, her character's grandeur was greatly diminished. Medieval literature centered on Radha is no exception. But Michael Madhusudan Dutta in his 'Brajangana Kavya' presents us with a 'human', 'personable' Radha - breaking the archetype of 'goddess', 'maid' or 'servant' Radha. The human side of Radha is magnified by Madhusudan in his 'Brajangana Kavya'.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

এক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম অধর্মীয়, সেকিউলার কবি-সাহিত্যিক রূপে আমরা গণ্য করতে পারি। মধুসূদন হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে তাঁর এই ধর্মান্তরের মূলে 'বিশ্বাস'-এর চেয়ে 'ঐহিক লাভালাভ'-এর ভূমিকা ছিল অধিক। খ্রিস্টান হয়েও তিনি গির্জার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন নি– 'আমি মনুষ্যনির্মিত গির্জার সংশ্রব গ্রাহ্য করি না' —এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।[১] কোনোরকম ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। হিন্দু 'mythology'-র প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন,[২] তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু তিনি আহরণ করেছেন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে। কিন্তু সেখানে ভক্তি বা দৈবীকে নয়, মানবতাবাদকে মহিমান্বিত করেছেন। শুধুমাত্র খ্রিস্টান বা হিন্দু ঐতিহ্য নয়, 'Indo-Mussulman' বিষয়ের প্রতিও তিনি অনুরক্ত ছিলেন। 'রিজিয়া' নাটকের একটি খসড়া তিনি অভিনয়ের জন্য বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু কবির সেই পরিকল্পনা বেলগাছিয়ার কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দেন। মুসলমান নারীদের সম্পর্কে মধুসূদনের ভাবনা ছিল, 'Their women are more cut for intrigue than ours.'[৩] মহরমের শোভাযাত্রা দেখে মধুসূদনের মনে হয়েছিল হোসেন ও তার ভাইয়ের ট্র্যাজিক মৃত্যু নিয়ে একটি মহাকাব্য লেখা সম্ভব। একাধিক ভাষা তিনি জানতেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন প্রথম মধুসূদনই ঘটান। এদিক থেকে তাঁকে আমরা 'বিশ্বপথিক' রূপেও অভিহিত করতে পারি। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, দর্শনভাবনা ও বিজ্ঞানচেতনার মধ্য দিয়ে যে 'সেকিউলার' চিন্তাভাবনার সূত্রপাত করেছিলেন মধুসূদন তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যরচনায় তাঁদের উত্তরসূরির ভূমিকা পালন করেছেন বলে দাবি করতে পারি। মধুসূদন সাহিত্যের সত্যকে আর সকল কিছুর ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি আপসহীন ছিলেন বলে ব্যক্তিজীবনে তাঁকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল।

মধুসূদনের আধুনিক মনের একটি অন্যতম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর রাধা ভাবনায়। মধুসূদনের কাব্য বা নাটকের নারীচরিত্রদের নিয়ে একাধিক আলোচনা দেখতে পাওয়া গেলেও তাঁর সৃষ্ট রাধা সেভাবে সমালোচকদের কাছে গুরুত্ব পায় নি। মধুসূদন দত্তের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সমালোচকমহলে খুবই অবহেলিত। এই অবহেলার সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করতে পারি যে, মধুসূদনের অন্যান্য তিনটি কাব্যগ্রন্থের বিষয় ও আঙ্গিক থেকে ব্রজাঙ্গনা একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির – তাই হয়তো পাঠক বা সমালোচক এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে মধুসূদনের চিরাচরিত 'মেজাজ' বা 'স্বভাবধর্ম'-র প্রকাশ না পেয়ে তাকে সমাদর করতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন। কিন্তু কোনো কবির কাব্যের বিষয় বা আঙ্গিক ভিন্ন রকমের হলেই তার গুরুত্ব হ্রাস পায় না। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত (১৮৬১ খ্রি.) হবার পর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হলেও ১৮৬০ সালের ২৪ এপ্রিল বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখার আগেই মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' লিখে শেষ করেন। রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লেখেন —

> "BY the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ. You shall have a copy as soon as the book is out of the press."[৪]

কিন্তু বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে বিলম্ব হওয়ায় 'মেঘনাদবধ কাব্য'র পর প্রকাশিত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'র বাংলা প্রকাশকাল হলো ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৮ আষাঢ়।

ক্ষেত্র গুপ্ত 'মধুসূদন রচনাবলী'র 'মধুসূদন দত্ত : সাহিত্যসাধনা' অংশে জানাচ্ছেন, মধুসূদনের লেখা পাঁচটি চিঠিতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর উল্লেখ আছে। এই কাব্যটি প্রকাশ করবেন কিনা এই নিয়ে কবির মনে দ্বিধা ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্তে এই কাব্যের মিলযুক্ত লিরিকধর্মীতা কতখানি গ্রহণযোগ্যতা পাবে এই নিয়ে কবি সংশয়ী ছিলেন –

> "...I fell backward to publish it. What have I to do with Rhyme."[৫]

প্রসঙ্গত আরও জানাই, ক্ষেত্র গুপ্ত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাধার ক্রন্দনে আন্তরিকতার স্পর্শ নেই। কবির শিল্পীমনের উদবোধন এখানে ঘটেনি। কারণ, রাধার মধ্যে আপনাকে প্রক্ষেপ করার সুযোগ যেমন ছিল না, তেমনি মনোমতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র নির্মাণের সম্ভাবনাও ছিল না। কবিপ্রতিভার মধ্যাহ্নে ব্রজাঙ্গনা অলস কারুবিলাস এবং পরীক্ষানিরীক্ষায় সীমাবদ্ধ থেকেছে।"[৬]

মধুসূদন-জীবনীকারও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে আমাদের জানিয়েছেন —

> "এই পঙক্তিগুলোকে বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী খ্যাতনামা লিরিক কবিদের লেখা বলেই মনে হয়– অন্তত, মাইকেলের রচনা বলে চেনা যায় না।"[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধুসূদন তাঁর অপর তিনটি কাব্যগ্রন্থের বিষয় নির্বাচন করেছিলেন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে। সেই তুলনায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর মূল চরিত্র রাধা, ('ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর নাম মধুসূদন প্রথমে 'রাধা বিরহ' রেখেছিলেন বলে অনেক সমালোচক অনুমান করেছেন। চিঠিতে এই কাব্যকে 'রাধা বিরহ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে) যার জন্ম লৌকিক সংস্কৃতি থেকে। ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই। আভীর লোকসংস্কৃতির এই জনপ্রিয় নারীচরিত্রকে পরবর্তীতে পুরাণে জায়গা দেওয়া হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, লোকসংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত একটি জনপ্রিয় নারী চরিত্রকে মধুসূদন কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন কেন? দ্বিতীয়ত, এই কাব্যে লিরিকপ্রবণতা লক্ষণীয়। যে লিরিকধর্মীতাকে মধুসূদন বাংলা কাব্যের দুর্বলতা মনে করতেন, এই কাব্যে তিনি সেই গীতলতার ধারাকেই বেছে নিয়েছেন। এর কারণ কী? তৃতীয়ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় যতই কথা প্রসঙ্গে মধুসূদনকে বলুন না-কেন 'ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করিতে পার?' মধুসূদন কি এই কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্বলিত ভক্তিসাহিত্য রচনা করেছেন? চতুর্থত, মধুসূদন-সমকালীন ও পরবর্তীকালেও এই কাব্য সম্পর্কে পাঠক বা সমালোচকদের এত নিস্পৃহা কেন? ব্রজাঙ্গনা সত্যিই কি মধুসূদনের 'অলস কারুবিলাস'? এই কাব্য কি সত্যিই 'মাইকেলের রচনা বলে চেনা যায় না'?

দুই

২৯-০৮-১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্যপাঠ পদ্ধতি এবং রাধা সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করছেন। মধুসূদনের পূর্বে এমনকি পরেও রাধাকে নিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা আর কেউ বলেছেন কিনা সন্দেহ। উক্ত চিঠিতে রাজনারায়ণ বসু-কে মধুসূদন লিখেছেন –

> "When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours. Adieu! Write soon to your Affectionate."[৮]

বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপরে উদ্ধৃত মধুসূদনের চিঠির এই অংশটির যথার্থ বাংলা অনুবাদ করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা' গ্রন্থে —

> "রাধা নিতান্ত নষ্ট দুষ্ট মেয়েমানুষ নয়; মধুসূদনের মতো কবির হাতে পড়িলে তাহার কলঙ্ক স্খালন হইতে পারিত। যে অপদার্থ কবিগোষ্ঠী রাধাকাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছে; তাহাদের দুষ্ট, অসংস্কৃত, রুচিহীন কল্পনাই রাধার বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী।"[৯]

রাধা সম্পর্কে মধুসূদনের এই মন্তব্য বৈপ্লবিক বললে কম বলা হয়। রাধাকে প্রচলিত সাহিত্যে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে মধুসূদনের কাছে তা কিছু 'অপদার্থ কবিগোষ্ঠী'র 'দুষ্ট, অসংস্কৃত, রুচিহীন কল্পনার' পরিণাম মনে হয়েছে। মধুসূদন কি মধ্যযুগ জুড়ে ভারত তথা বাংলায় রাধাকে নিয়ে যে সমস্ত কাব্য রচনা হয়েছে যার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলিও পড়ছে, সেখানে রাধাকে যে ঐশ্বরিক ভাবে বৈষ্ণব কবিরা তুলে ধরেছেন তাকেও কি তার মন্তব্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন? নাকি বিভিন্ন পল্লীগীতিকা, পদাবলি কীর্তন বা উনিশ শতকের কলকাতায় কবিগান-আখড়া গানে রাধার যে 'অসংস্কৃত', 'শরীরী' রূপের চেহারা দেখা যায় মধুসূদন তার দিকে দৃষ্টি রেখে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন?

আমরা বলতে চাই মধুসূদনের এই মন্তব্য কোনো বিচ্ছিন্ন মন্তব্য ছিল না, তিনি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যে রাধা চরিত্র ‘নির্মাণ’-কেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। শুধু রাধা চরিত্রের ‘স্খালন’-কেই তিনি ইঙ্গিত করছেন না, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবনমন ও খণ্ডন-এর ভেতরকার সুকৌশলী, চতুর এবং অমানবিক, নির্মম ইতিহাসকে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতো কবি মধুসূদন রাধাকে ‘ধর্মীয়’ ও ‘আধ্যাত্মিক’ আবরণ থেকে বের করে ‘Mrs. Radha’ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তাই বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, কাব্যপাঠে ধর্মীয় বিশ্বাস বা আনুগত্য বাদ দিতে— ‘leave aside all religious bias’.

তিন

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নারীর প্রধানত দুটি আর্কেটাইপ আমরা দেখতে পাই– এক. মাতা বা কন্যা রূপিণী নারীর পুরাণ-প্রতিমা, দুই. ঊর্বশী বা কামনারূপী নারীর পুরাণ-প্রতিমা। বলাবাহুল্য এই দুটি প্রতিরূপই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ‘তৈরি করা’ পুরাণ-প্রতিমা। এই দুটি প্রচলিত, আজন্ম লালিত প্রতিরূপের বাইরে নারীর আর কোনো প্রতিরূপ আদি বা মধ্যযুগে ছিল না তা নয়, তবে তা তথাকথিত ‘মূলধারা’র সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। রাধা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বলাবাহুল্য শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্য নয়, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় রাধা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য আমরা পাই। উমা বা কালীর মতো কন্যারূপিণী বা মাতৃরূপধারিণী দেবী-মূর্তি থেকে রাধা একেবারে স্বতন্ত্র। গ্রিক পৌরাণিক ভেনাস-এর মতো রাধা প্রেমিকা-দেবী (Lover-Goddess) – যা উমা, পার্বতী বা কালীর মতো মাতৃকা-দেবী (Mother Goddess) থেকে রাধাকে স্বতন্ত্র করে দেয়। রাধাকে পুরাণে বা শাস্ত্রে খুব একটা মর্যাদা দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে রাধাকে মূলধারার শাস্ত্র বা সাহিত্যে জায়গা দেওয়া হলেও তার চরিত্রের মহিমাকে অনেকখানি খর্ব করে দেওয়া হয়েছে। মধ্যযুগে রাধাকে কেন্দ্র করে লেখা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। রাধার উদ্ভব যে লৌকিক সংস্কৃতি থেকে তা বিভিন্ন গবেষকের গবেষণায় প্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য এখানে উদ্ধার করতে পারি –

> “মনে হয়, ব্রজের রাখাল-কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা, তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতকগুলি রাখালিয়া-গান রূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র-প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা জোগাইয়াছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়তো এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-লীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি-কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোপী-লীলার কাহিনির ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কিছু কিছু কাহিনি একটি ফল্গুধারার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম-সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়।”[১০]

বিশিষ্ট সমালোচক শিশিরকুমার দাশ তাঁর ‘The Mad Lover’ গ্রন্থে রাধা চরিত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে ‘থিম’-এর দিক থেকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনি লোকসমাজে প্রচলিত নর-নারীর প্রেম বিষয়ক পালা বা গীতিকা থেকে ভিন্ন ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে রাধা-কৃষ্ণ-এর প্রেম-কাহিনি ছিল ‘a simple secular story’ – যেখানে রাধার ‘personal identity’ ছিল প্রখর।[১১] পরবর্তীতে ‘sophisticated literature tradition’-এ সংস্কৃত প্রেম-কাব্যের অনুসরণে রাধাকে ‘impersonal’ নায়িকাদের মতো গড়ে তোলা হয়। লোকায়ত নায়িকার ‘personal passion’ বা চারিত্রিক তেজ সংস্কৃত প্রেম-কাব্যে তেমন আমল পায়নি।[১২] তাই –

> “Radha in course of her sophistication slowly lost her personal identity she had at the folk poetry, and became a part of the impersonalized nayika of the Sanskrit poetry.”[১৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিশিরকুমার দাশ মনে করেছেন প্রাকৃত ভাষার সাহিত্য থেকেই রাধার 'sofistication' প্রক্রিয়ার সুত্রপাত হয় (গাথা সপ্তশতী, সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি কাব্য)। আর রাধার 'spiritualization'-এর যাত্রাপথ শুরু হয় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে।[১৪] তবে উল্লেখ্য, এর পাশাপাশি নবউদ্ভূত প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে রাধা চরিত্রের চারিত্রিক দৃঢ়তা পরেও কিছু পরিমাণে অবশিষ্ট ছিল। আমরা এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় রচিত বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'তাম্বুল', 'দান' ও 'নৌকা' খণ্ডের রাধা চরিত্রের কথা স্মরণ করতে পারি। অন্যদিকে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনিতে যে পরকীয়াবাদ-এর তত্ত্ব তা নতুন কিছু নয়। বাংলা পল্লীগীতিকায় পরকীয়া প্রেমের বহু দৃষ্টান্ত আমরা পাই। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "পরকীয়াবাদ-এর বহু নজির পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলা লোককবিদের পল্লীগীতিকায় – যেগুলি ধর্মবিযুক্ত নিছক প্রেমের কাহিনি। এগুলির অনেক নায়িকা-ই পরপুরুষ-অনুগত। যেমন 'শ্যামরায়ের পালা'তে ডোমরমণী তার স্বামী ছেড়ে শ্যামরায়ের সঙ্গে চলে গেল; 'আঁধাবধূর পালা'তে রাজকুমারী তার স্বামীকে বলে-কয়ে তার অনুমতি নিয়ে অন্ধ বংশীবাদকের সঙ্গিনী হল।"[১৫]

এই লোকপালা প্রসঙ্গে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দীনেশচন্দ্র সেন-এর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি উদ্ধার করেছেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ –

> "কোথায় সমাজ, কোথায় স্মৃতি, কোথায় শাস্ত্র? কোথায় পল্লীকবি সে সব কিছুই মানে না। সে প্রকৃত জহুরী, সে কেবল সত্য ও শিবকে দেখিয়াছে – তাহা আস্তাকুঁড়ে পাইলেও সে তাহা শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে। ...সে বুঝিয়াছে প্রেম জিনিসটা খাঁটি সোনা, তাহার কাছে পুরোহিতের মন্ত্র, সামাজিক আদর্শ এবং লোকনিন্দা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে সেই প্রকৃত প্রেমের মূল্য বুঝিয়াছে ও দিয়াছে। এজন্য তাহারা অসতী পরপুরুষকে ভালোবাসিয়া এমন সকল কার্য করিয়াছে, এমন নির্ভীকভাবে তাহাদের নায়কদিগের অনুগমন করিয়াছে, যে তাহারা সীতা-সাবিত্রী হইতেও চিত্র হিসাবে উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।"[১৬]

লোক-ঐতিহ্যের এই তথাকথিত 'অসতী' নারীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নারী চরিত্র হল রাধা। প্রেমের জন্য সমাজ-সংস্কার-মান-সম্মান-জাতি-কুল-শীল সবকিছুকে যে ত্যাগ করতে পারে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

> "রাধা আসলে প্রতি যুগের বঞ্চিতা গৃহবধূদের প্রতিভূ – যারা পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক বাধা-নিষেধের শিকার এবং একই সময় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী।"[১৭]

কিন্তু এই প্রতিবাদী রাধা চৈতন্য-ভাবকল্পনায় এবং চৈতন্য পরবর্তী গোস্বামী-পদকর্তাদের হাতে 'কৃষ্ণের পদতলে অবগুণ্ঠিতা সেবিকা'তে রূপান্তরিত হল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের "পঞ্চরসের মধ্যে 'শান্ত' ও 'দাস্য' ভাবই প্রধান হয়ে দাঁড়াল রাধার কল্পমূর্তিতে। ...দেবতার কাছে ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতীক হয়ে উঠল রাধা। ...চৈতন্যের পরবর্তী গোস্বামীরা রাধার এই দাস্যভাবের উপরই জোর দিয়েছিলেন। অতীতের লৌকিক উৎস থেকে রাধাকে তুলে নিয়ে এঁরা তাকে প্রেমিকার পরিবর্তে দাসীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। মনে হয়, চৈতন্যের ধর্মান্দোলনে যে অসংখ্য নিম্নবর্গের মানুষ এসেছিলেন, তাঁদের অবাধ স্বাধীনতার ঘোষণাকে স্তব্ধ করার উদ্দেশেই উচ্চবর্ণের গোস্বামীরা রাধার দাসীরূপকে তুলে ধরেছিলেন। কৃষ্ণের ভক্ত হতে হলে মাথা পেতে নিতে হবে ঊর্ধ্বতনের নির্দেশ, সেবা করতে হবে তাকে।"[১৮]

মধ্যযুগের এই রাধা যখন উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক সমাজে এল তখন তার আরও বৈচিত্র ও রূপান্তর দেখা দিল। কলকাতার পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কোথাও রাধা অবহেলিত বঞ্চিত গৃহবধূদের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে আবার কোথাও বিশেষ করে কবিগানের আসরে রাধার 'শরীরী উদযাপন' প্রাধান্য লাভ করেছে। লক্ষণীয় এই যে, উনিশ শতকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম বা রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। এর একটা কারণ হতে পারে, আঠারো-উনিশ শতকে কবিগানে যে 'স্থূলরস' বা নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ের যে জীবনচর্চা তা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে রুচিশীল বলে মনে হয়নি।[১৯] বলাবাহুল্য, উনিশ শতকের কলকাতার পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাধা চরিত্রের এই অবক্ষয় মধুসূদনের মতো আধুনিক কবি মেনে নিতে পারেননি। মধুসূদনের আধুনিক মন রাধার এই প্রচলিত কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। তারই প্রতিফলন পাই বন্ধু রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের চিঠি এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এ রাধার 'ধর্মীয়' বা 'আধ্যাত্মিক' রূপের চেয়ে 'মানবিক' রূপকে বড়ো করে দেখানোর প্রচেষ্টায়।

বেশকিছু বছর পূর্বে বিশিষ্ট গবেষক শক্তিনাথ ঝা রাধার এক ভিন্নতর প্রতিরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর 'অন্য এক রাধা' নামক গ্রন্থে। মধুসূদন দত্ত তাঁর চিঠিতে যে ব্যক্তিত্বময়ী রাধাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তা যে নিছক কল্পনাবিলাস ছিল না, ইতিহাসের সত্য ঘটনা, তা শক্তিনাথ ঝা'র গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। শক্তিনাথ ঝা উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন –

> "ভারতের এক জনপ্রিয় নারীচরিত্র হলেন রাধা। ...বহুগামী সামন্তপুরুষ কৃষ্ণকে তীব্র ভর্ৎসনায় ও সখীদের প্রতি সহমর্মিতায়, এবং নারীকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চনা ও ধর্ম-সমাজনীতির নামে পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাধাকে বা তাঁর মতো নারীদের আবিষ্কার করা যায়। ...ঈশ্বর-কৃষ্ণের কঠোর সমালোচক ছিলেন রাধা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজবিধানকে ক্রমাগত অগ্রাহ্য করেছিলেন তিনি।"[২০]

কিন্তু সাহিত্যে এই রাধাকে আমরা পাই না। সাহিত্যের রাধা সেবিকা, কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী রাধা। সেখানে রাধার চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। মূলত পিতৃতন্ত্র নারীকে যে সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপস্থাপন করতে চায়, রাধাকে কবিকূল সেই ভাবেই উপস্থাপন করেছেন। তাই মধুসূদন প্রচলিত সাহিত্যে রাধার এই খণ্ডিত ও অশিষ্ট উপস্থাপনের বিপরীতে এক বিকল্প পাঠ-পদ্ধতি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

চার

বলাবাহুল্য, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থে মধুসূদন ভক্তের দৃষ্টি দিয়ে রাধাকে দেখেননি, তিনি 'মানবিক' দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তাই তাঁর রাধা বৈষ্ণব পদাবলির রাধা নন, মধুসূদনের কাছে তিনি Mrs. Radha। রাধার প্রেম ভাবনাকে তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি বা রাধা-কৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে দেখেননি। মধুসূদন বৈষ্ণব পদাবলির নিবিড় পাঠক ছিলেন, কিন্তু তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বা কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ-এর লেশমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাধা-কৃষ্ণ কেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রচলিত রীতিকেও মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এ ভেঙে দিয়েছেন। যেমন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর প্রথম সর্গের নাম 'বিরহ'। কিন্তু এই 'বিরহ' শুরু হচ্ছে কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি দিয়ে। বৈষ্ণব পদে কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি শুনে ব্যাকুল রাধাকে আমরা পাই মূলত পূর্বরাগ-অনুরাগ, রূপোল্লাস, অভিসার, মান প্রভৃতি পর্যায়ে, কিন্তু 'রাধাবিরহ' অংশে বংশী-ধ্বনি শুনে রাধার কৃষ্ণমিলন আকাঙ্ক্ষাকে মধুসুদন তুলে ধরেছেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এ –

"নাচিছে কদম্বমূলে
বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!

...

যাক্ মান, যাক্ কূল
মন-তরী পাবে কূল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!"[২১]

মধুসূদনের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতো বিরহে 'যোগিনী' হয়ে যায় না। রাধা কোনো রূপক বা অলঙ্কারের আশ্রয়ে নয়, একেবারে সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণের প্রতি তার কামনা ব্যক্ত করে বলে –

'যে যাহারে ভালো বাসে,
সে যাইবে তাঁর পাশে –
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে?'[২২]

প্রেম কেবল মানসিক নয়, শরীরেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রেমে থাকে তা মধুসূদনের রাধা অস্বীকার করে না। আধুনিক মানুষের মতোই রাধাও প্রেমের মানসিক ও শারীরিক আবেদনকে তীব্র ভাবে উপলব্ধি করে। তাই মধুসদনের রাধা বলে, 'আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি?' তাই কৃষ্ণকে ছেড়ে থাকার কোনো যুক্তিকেই সে আমল দিতে চায় না –

"তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক্ এ কুমতি!
আমার সুধাংশু নিধি –
দিয়াছে আমার বিধি –
বিরহ আঁধারে আমি? ধিক্ এ যুকতি!"[২৩]

অথবা, অন্য আর একটি বিরহের প্রকাশ দেখতে পাই এইভাবে – 'পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি?'[২৪] মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর রাধা চরিত্রের এই অভিনব বহিঃপ্রকাশকে পর্যবেক্ষণ করে সমালোচক যথার্থই বলেছেন,

> "...ব্রজাঙ্গনা কাব্য-র রাধাকে অনায়াসে তুলনা করা যায় একুশ শতকের যেকোনো নারীর সঙ্গে, যারা কখনও নিজেদের কামনা-বাসনা-আবেগকে রুদ্ধ করে রাখে না। ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়ার জন্য মন ও শরীরকে অবারিত করতে তাঁরা সদা প্রস্তুত।"[২৫]

নারী কেবল বিষয় নয়, সে যে বিষয়ী হয়ে উঠতে পারে – এই আধুনিক বোধ দিয়ে মধুসূদন রাধাকে নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, মধুসূদনের 'বিরহ' চেতনায় বৈষ্ণব পদাবলি বা রাবীন্দ্রিক বিরহবোধের গভীরতা নেই। মধুসূদন প্রেমের ক্ষেত্রে বিরহ-মিলনকে তুল্যমূল্য রূপেই দেখেছেন– 'বিরহ'-কে 'মিলন'-এর ঊর্ধ্বে তিনি রাখেননি। তাই মধুসূদনের বিরহ-চেতনায় কান্নার পাশাপাশি সম্ভোগবাসনা এতো তীব্র।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর রাধা বৈষ্ণব পদাবলির মতো কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা নয়। রাধাকে মধুসূদন কৃষ্ণের স্ত্রী রূপেই কল্পনা করেছেন –

> 'তবে যে সিন্দূরবিন্দু দেখিছ ললাটে,/ সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে।"[২৬]

বৈষ্ণব পদাবলি থেকে মধুসূদন এখানে সরে এসেছেন। রাধাকে 'পরকীয়া' নায়িকা রূপে তুলে না-ধরার একটা কারণ আমরা প্রেম-বিবাহ সম্পর্কে মধুসূদনের রোমান্টিক-বিশুদ্ধ-আদর্শায়িত ধারণা থেকে কিছুটা অনুমান করতে পারি। বায়রন মধুসূদনের প্রিয় কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, কিন্তু বায়রনের উদার যৌনাচারকে মধুসূদন মেনে নিতে পারেননি। প্রেম-বিয়ে বিষয়ে মধুসূদন যে 'শুদ্ধাচারী' ছিলেন বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠিতে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৭] তাই অনুমান করতে বাধা নেই, শ্রীকৃষ্ণের 'পরকীয়া' প্রেম মধুসূদনের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর 'সারিকা' অংশটি কাব্যমূল্য হিসেবে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করি। পাখির সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের একাত্মতার বোধ লোককথা-লোকগান-লোকসাহিত্যে বিভিন্ন রূপকের আড়ালে আমরা প্রকাশ পেতে দেখেছি। এই কাব্যে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির জীবন-বাস্তবতার মধ্যে রাধা নিজের অবস্থানকে উপলব্ধি করেছে –

"এই যে পাখীটি, সখী, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল –
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি!"[২৮]

খাঁচায় বন্দি পাখিকে দেখে রাধা বলছে 'আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে!'। তাই পাখির দশা দেখে রাধা নিজেকে 'সংসার-পিঞ্জরে' আবদ্ধ রাখতে চায় না। পাখির খাঁচার বেড়ি ভেঙে ফেলার সাথে রাধা নিজের বেড়িও ভেঙে ফেলতে চায়–

"ছাড়ি দেহ যাক চলি, হাসে যেথা বনস্থলী –
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়!
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ – এ মম মিনতি।"[২৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'যমুনাতটে' দেখি স্রোতস্বিনী নদীর বিরহের সঙ্গে রাধা নিজের বিরহ-যাতনাকে অনুভব করছে। সাগর-বিরহে বিরহী নদীর উদ্দেশে রাধা বলছে –

"এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে!
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে,"[৩০]

পাঁচ

মধুসূদন-জীবনীকার আমাদের জানিয়েছেন—

> "বাল্যকাল থেকে তিনি [মধুসূদন] নিজেও রামায়ণ এবং রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর রচনা পড়লে বোঝা যায়, তিনি পদাবলি পড়েছিলেন ভালো করে। তিনি নিশ্চয় অনেকবার কীর্তনও শুনেছেন। সত্যি বলতে কি, তাঁর পৈতৃক পরিবারের ধর্মবিশ্বাস যেমনই হোক না কেন, কীর্তনের প্রতি তাঁর টান ছিলো আন্তরিক। খৃস্টান তো আগেই হয়েছিলেন, এমনকি তিনি যখন বিলেত থেকে পুরোপুরি সাহেব হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন, তখনো নস্টালজিয়ার টানে হঠাৎ একদিন তিনি এক আগন্তুকের কাছে কীর্তন শুনেছেন, ...।"[৩১]

অথচ মধুসূদন তাঁর চিঠিতে এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এ রাধাকৃষ্ণের কাহিনিতে 'ধর্মীয়' নয়, 'মানবিক' আবেদনকে বড়ো করে তুলে ধরলেন। রাধার এই ব্যতিক্রমী উপস্থাপন এবং বিকল্প পাঠপ্রস্তাব মধুসূদনের আগে বা পরেও কেউ তুলে ধরেন নি। পরবর্তীকালে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা[৩২] হয়েছে রাধাকে কেন্দ্র করে – যেখানে রাধার এক অনালোচিত দিক বা আড়ালে থেকে যাওয়া বিকল্প রাধামূর্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অধিকাংশ পথিকৃৎদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলি বা রাধা-কৃষ্ণ কথা তেমন আমল পায়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বঙ্কিমের কাছে বৈষ্ণব পদাবলির কৃষ্ণ অপেক্ষা মহাভারতের কৃষ্ণ অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের সেই যুগে বঙ্কিম তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ বলেছেন, ভাগবতের 'নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব' কীভাবে জয়দেব গোস্বামী প্রমুখদের হাতে 'মদনমহোৎসব'-এ পরিণত হয়েছে। এই রূপান্তর বঙ্কিমের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাই সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে রাধা-কৃষ্ণ ব্রাত্য ছিল। মহাভারতে কৃষ্ণের গ্রহণযোগ্যতা ছিল কিন্তু রাধার চরিত্রকে প্রায় কেউ-ই আমল দেননি। রাধা প্রেমিকা দেবী ছিল বলেই হয়তো পদ্মাবতীর মতো স্বদেশী বা জাতীয়তাবাদী প্রতীকরূপে তাকে কল্পনা করতেও বাধা ছিল। রাধা তাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে উনিশ শতকের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বড্ড বেমানান। অন্যদিকে কলকাতার নবউত্থিত বাবুদের এবং সাধারণ মানুষের আমোদ-প্রমোদের জন্য রাধার শরীরী প্রতিমূর্তিকে বড়ো করে তুলে ধরা হয়েছিল। মধুসূদনের আধুনিক মনের প্রকাশ এখানেই যে তিনি এই দুই ধারার বাইরে গিয়ে রাধাকে এক 'মানবিক' চেহারা দিয়েছেন। একদিকে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপেক্ষা এবং অন্যদিকে লোকগানের 'অশিষ্টতা'-র বাইরে বেরিয়ে তিনি রাধাকে 'Mrs. Radha' হিসেবে তুলে ধরেছেন। স্রোতের বিপরীতে হেঁটে রাধার এই ভিন্ন উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই মধুসূদনের মনন ও আধুনিকতার বিশেষ দিকটি উন্মোচিত হয়েছে বলে মনে করি।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন, ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই, ২০০৫, পৃ. ২০৫

২. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পাদিত), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জুলাই, ২০১৭, পৃ. ৫২৫

৩. তদেব, পৃ. ৫৫০

৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৩৭০, পৃ. ১৩০

৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ছত্রিশ

৬. তদেব, পৃ. সাঁইত্রিশ

৭. মুরশিদ, গোলাম, আশার ছলনে ভুলি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুন ২০১১, পৃ. ১৮৪
৮. গুপ্ত, ক্ষেত্র, পূর্বোক্ত কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, পৃ. ১৫৭
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫
১০. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা: লি:, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১৩
১১. Das, Sisirkumar, The Mad Lover, Papyrus, Kolkata, 1984, p. 70-71
১২. Ibid., p. 71.

এ প্রসঙ্গে শিশিরকুমার দাশ উক্ত গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত প্রেম-কাহিনীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অধ্যাপক সুশীল কুমার দে'র একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এখানে মন্তব্যটি উদ্ধার করা হল— 'Ones S. K. DE remarked about the general feature of Sanskrit love poetry that it ruled out 'personal passion and permit the theme, not of a particular woman, a Laura or a Beatrice, but of a woman as such, provided she is young and beautiful'.

১৩. Ibid.
১৪. Ibid.
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না একটি দেবীর রূপান্তর, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৫৮
১৬. তদেব, পৃ. ১৫৮-১৫৯
১৭. তদেব, পৃ. ১৫৯
১৮. তদেব পৃ. ১৫৯-১৬০
১৯. গুপ্ত, ক্ষেত্র, মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প, এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৮৮-৮৯
২০. ঝা, শক্তিনাথ, অন্য এক রাধা, মনফকিরা, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ৭
২১. গুপ্ত, ক্ষেত্র, (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১১৯
২২. তদেব
২৩. তদেব, পৃ. ১২০
২৪. তদেব, পৃ. ১২১
২৫. ঘোষ, সঞ্জয়কুমার, ব্রজাঙ্গনা কাব্য মাইকেল মধুসূদনের এক অভিনব সৃজন, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিশেষ সংখ্যা, ১৩০ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৪৩০, পৃ. ২৪০
২৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১২১
২৭. মুরশিদ, গোলাম, আশার ছলনে ভুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৬৪
২৮. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১২৮
২৯. তদেব, পৃ. ১২৯
৩০. তদেব, পৃ. ১২১
৩১. মুরশিদ, গোলাম, আশার ছলনে ভুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
৩২. এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা: লি:, জানুয়ারি ২০১৪, কলকাতা; সতী ঘোষ, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ, সারস্বত লাইব্রেরি, বৈশাখ ১৩৬৭, কলিকাতা; সতী ঘোষ, ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭, কলকাতা; সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না একটি দেবীর রূপান্তর,

উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা; শক্তিনাথ ঝা, অন্য এক রাধা, মনফকিরা, নভেম্বর ২০০৯, কলকাতা; বলদেব উপাধ্যায়, ভারতীয় বাঙময় ম্যায় শ্রীরাধা, বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, ২০০১, পাটনা, বিহার; Harsha V. Dehejia edited, Radha : From Gopi to Goddess, Niyogi Books, 2014, New Delhi প্রভৃতি।